একুশ ও স্বাধিকারের তাৎপর্য এবং প্রবাসে আমরা

ড. শামস্ রহমান

আমার মতে (অনেকে দ্বিমত পোষন করতে পারেন এতে), গত সাত-আট দশকের ইতিহাসে, আমাদের এ ভূ-খন্ডে বাঙালি জাতীয় ঐক্যমতে এক মঞ্চে অবতির্ণ হয়েছে মাত্র দুবারঃ
(এক) মাতৃভাষা রক্ষায়।
(দুই) স্বাধীনতা অর্জনে।

নিসন্দেহে, উভয় ক্ষেত্রেই ছিল বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকারের আন্দোলন। উল্লেক্ষ্য, জাতি ভাষা রক্ষা এবং স্বাধিকার লাভ - এ দু'ই অর্জন করতে চেয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে; যা কিনা, মোটা দাগে, বাঙালি জাতির মন ও মননের মৌলিক উপকরণ। তথাপি প্রতিবারই রক্ত দিতে হয়েছে আমাদের। সত্যিকার অর্থে, বহিরা শত্রু আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এ রক্তপাত ।

একবার ভাবুন একুশের কথাগুলোঃ

> 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী (আমি কি ভুলিতে পারি);
> ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে এ ফেব্রুয়ারী (আমি কি ভুলিতে পারি);
> আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী (আমি কি ভুলিতে পারি)'।

শহীদের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে বিস্মিত হন এ কবিতার রচয়ীতা আবদুল গাফফার চৌধূরী। তখন তার বয়স, বড়জোর কুড়ি কিংবা একুশ। এ বয়সে একজন রাজনৈতিক সচেতন যুবকের পক্ষে উচ্চারিত হবার কথা ছিল বৈপ্লবীক ধ্বনি। তা মটেই ঘটেনি। এখানে শুধুই হৃদয়ের বেদনা দানা বেঁধে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রাণের কয়েকটি পঙ্গিতে। যার মাঝে জন্ম নিয়েছে মানুষে মানুষে হাতে হাত রেখে চলার বিশ্বাস। যেখানে শোক রূপান্তরিত হয়েছে সুপ্ত শক্তিতে। শব্দের সরলতায়, ভাবে ও আবেগে এবং সর্বপূরী, আবেদনের আঙ্গিকে এর তুলনা শুধুই আন্তর্জাতিক সঙ্গিতেঃ

> ['We shall overcome,
> we shall overcome,
> Here is my heart, I do believe we shall
> overcome someday....']

আজগে যে সুরে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানে ...' গাওয়া হয়, তার সুরকার শহীদ আলতাফ মাহমুদ। সুর না কি স্বর্গের ('Where were you, when I laid the earth's foundation? while the morning stars sang together and all the angel shouted with joy' - Old Testament)। আলতাফ মাহমুদ গীর্জা-সঙ্গিতের সুরে গানটি বেঁধেছেন। গীর্জা কংগ্রেশনাল সঙ্গিতে ক্যন্টর যেমন গানের সূচনা করে, বাকি সবাই কয়েক মূহুর্ত পরে ধরে - গাওয়ার এ কায়দা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানোতেও' লক্ষণীয় - বিশেষ করে প্রভাত ফেরীতে।

সরল শব্দে আর স্বর্গের সুরে, কবিতাটি রূপান্তরিত হয়েছে গণসঙ্গিতে, পরিনত হয়েছে স্বাধিকার অর্জনের উৎসে। এ দিকটা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে জহির রায়হানের ৬৯'এ তৈরী 'জীবন থেকে নেয়া' চলচিত্রে। এ ছবির শুরু 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানে' দিয়ে, আর যার শেষ ষড়যন্ত্র মামলার নিস্পত্তির মধ্য দিয়ে। এটা কোন ষড়যন্ত্র মামলা? এখানে ব্যক্তি অবতির্ণ হয় সংসার থেকে রাষ্টীয় মঞ্চে, যেখানে 'ব্যক্তি-জীবন থেকে নেয়া' ঘটনা প্রবাহ 'জাতীয়-জীবন থেকে নেয়া'র রূপক হিসেবে ধরা দেয় দর্শকের সামনে।

ভাষা আন্দোলন ভৌগোলিক অর্থে দেশের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও, স্বাধিকার অর্জনের যুদ্ধ প্রবাসেও ঘটেছে। হাতে অস্ত্র - এ, কে সাতচল্লিশ; মুখে ধ্বনি - জয় বাংলা; - একদিকে জাগতিক যন্ত্র, অন্যদিকে আত্মিক মন্ত্র; এ দুয়ের সম্পূরক শক্তিতে বাংলার গর্ভে গড়ে উঠে প্রতিরোধের দূর্গ। হাতে যন্ত্রসঙ্গিত, কন্ঠে মানবতার গীত - এ দিয়ে 'প্রতিবাদী-যুদ্ধ' ঘটে প্রবাসে। যেমন জর্জ হ্যারিসনের সেই গান - Bangla Desh:

> ['Bangla Desh Bangla Desh
> Where so many people are dying fast

And it sure looks like a mess
I've never seen such distress ....']

'বাংলাদেশ বাংলাদেশ
হে প্রভু, বিভৎস দৃশ্য এমন দেখেনি কভু।
অকাতরে ঝরে হেথায় সহস্য প্রাণ,
এগিয়ে এসো হে মানুষ মহান।.....'

কিংবা; জোয়ান বায়েযের - Song of Bangladesh:

['When the sun sinks in the West
Die a million people of the Bangladesh']

'সূর্য যখন অস্ত যায় বেলা শেষে,
লক্ষ প্রাণ ঝরে পরে নিমিষে,
বাংলাদেশে, বাংলাদেশে,
বাংলাদেশে'।

কিংবা;

[See a teenage mother's vacant eye
As she watches her feeble baby try
to fight the monsoon rains and cholera flies.]

'দেখ, ষোড়শি মায়ের দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে,
ব্যাধিতে জর্জরিত শিশু তার
ভেজে আষাড়ের বৃষ্টিতে'।

এসব গান বিশ্বের শহরে বন্দরে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে। তারা প্রবাসী মূক্তিযোদ্ধা। সেই সাথে পন্ডিত রবি শংকর। নিউইওয়ার্ক ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডনে অনুষ্টিত The Concert for Bangladesh'এর তিনিই উদ্যোক্তা। জর্জ হ্যারিসন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। জোয়ান বায়েয এখন সত্তুরের কোঠায়। আর রবি শংকর নব্বইয়ের ঘরে। স্বাধিকার আন্দোলনের প্রবাসী মূক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া আমাদের নৈতিক দায়ীত্ব।

স্বীকার্য যে, এসব অতীতের কথা। স্বীকার্য যে, এসব আজ ইতিহাস। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আজও কি ভাষা এবং স্বাধিকার আন্দোলনের আদর্শ প্রবাসী বাঙালির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ?

দেশ কি আজ কোন আন্দোলনে লিপ্ত? দেশে আজ চলছে অর্থনৈতিক উন্নতির আন্দোলন। চলছে স্বাধীনতার দিকনির্দশনা সম্মুনত রক্ষার সংগ্রাম। স্বাধিকার আন্দোলনের মত প্রবাস থেকে আমরাও পারি এ সংগ্রামে সম্পৃক্ত হতে। তবে প্রথমে প্রয়োজন ঐক্য। প্রবাসে আজ আমরা দ্বিধাবিভক্ত। অনৌক্য সর্বত্র। এ জন্য আমরা সবাই দায়ী। তবে প্রবাসে আমরা যারা দেশী রাজনীতিতে জড়িত, তাদের দায়িত্ব বেশী।

একুশ ও স্বাধিকার আন্দোলনের শিক্ষা ঐক্য ও গণতন্ত্র। তবে গণতন্ত্রের নামে George Orwell এর ভাষায় 'All ... are equal but some are more equal than others' (Animal Firm), কিংবা, হুমায়ূন আজাদের ভাষায় - 'আমরা সবাই সমান, তবে কেউ কেউ সমানের থেকে একটু বেশী' (পাক সার জমিন সাত বাদ, পঃ৭৭) যদি ভাবি, তবেই বিপদ - সেখানেই বিপর্যয় এবং তা অবিসম্ভাবি। প্রমান সর্বত্র। গণতন্ত্রে সম্মান সকলের সমান। আসুন, গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে, আমরা এগিয়ে যাই ঐক্যের পথে। তবেই সম্ভব প্রবাস থেকে দেশের জন্য কিছু করা।

[লেখাটি গত ২০ শে ফেব্রুয়ারি এ্যশফিলড পার্কে একুশে একাডেমী'র অনুষ্ঠানে প্রদত্ব বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত ভার্সন]